নীল লেফাফার চিঠি

জামাল হোসেন

নীল লেফাফার চিঠি
জামাল হোসেন

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : বাংলাদেশ বইমেলা দুবাই নভেম্বর ২০২২

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

Neel Lefafar Chthi by Jamal Hossain Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Published: November 2022
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-96928-0-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আবিদা হোসেন

তোমার পদযুগল হতে কেশাগ্র অবধি যে বিশাল ভূখণ্ড
সেখানে যে মহাগ্রন্থ রচিত হয়েছে
তার পাতায় পাতায় গ্রন্থিত হোক আমার কবিতা

ভূমিকা

প্রকৃতিকে পরাভূত করে মানুষ আজ ধরণীর অধিপতি। অন্তহীন ক্ষমতার অধিকারী। এই দম্ভ করোনা বিচূর্ণ করে দিয়েছে। করোনার ভয়ে মানুষ গৃহ অভ্যন্তরে অন্তরীণ হয়েছে। তবুও মানুষ স্বপ্ন দেখে প্রতিনিয়ত। নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন। হিংসা পাপরাশি দম্ভ অহংকারমুক্ত একটি প্রেমময় পৃথিবীর স্বপ্ন। করোনার থাবায় পৃথিবী যখন বিপন্ন। দিশেহারা। লকডাউনের অলসবেলায় একজন প্রিয়তমাকে লেখা সেই স্বপ্ন ও আশাবাদের চিঠি। নীল লেফাফার চিঠি। কাব্যশরীরে বিম্বিত হয়েছে বাস্তব ও পরাবাস্তব স্বপ্ন, প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্য, সময়ের অনুভাবনা, অভিঘাত, সমাজবাস্তবতা ও বিরহের মর্মযাতনা।

সূ চি প ত্র

নীল লেফাফার চিঠি-১ ১১
নীল লেফাফার চিঠি-২ ১২
নীল লেফাফার চিঠি-৩ ১৩
নীল লেফাফার চিঠি-৪ ১৪
নীল লেফাফার চিঠি-৫ ১৫
নীল লেফাফার চিঠি-৬ ১৭
নীল লেফাফার চিঠি-৭ ১৮
নীল লেফাফার চিঠি-৮ ১৯
নীল লেফাফার চিঠি-৯ ২০
নীল লেফাফার চিঠি-১০ ২২
নীল লেফাফার চিঠি-১১ ২৩
নীল লেফাফার চিঠি-১২ ২৪
নীল লেফাফার চিঠি-১৩ ২৫
নীল লেফাফার চিঠি-১৪ ২৬
নীল লেফাফার চিঠি-১৫ ২৭
নীল লেফাফার চিঠি-১৬ ২৮
নীল লেফাফার চিঠি-১৭ ২৯
নীল লেফাফার চিঠি-১৮ ৩১
নীল লেফাফার চিঠি-১৯ ৩২
নীল লেফাফার চিঠি-২০ ৩৩
মালতী আজ আমার অঙ্কলক্ষ্মী ৩৪
আলতা ৩৫
যদি আর ভালোবাসা না দাও ৩৬
ভালোবাসা কারে কয় ৩৭
৩৮ ভালোবাসায় ভরসা থাক
৪০ ক্ষমা করো
৪২ উঠোনের আলপথ
৪৩ চাঁদকে বলো
৪৫ আগুন প্রিয়তমা
৪৬ ভাঙছে অভিমান
৪৭ জেগে আছে মা
৪৮ দূর থেকে ভালোবাসি
৪৯ যদি পাখি হও
৫১ যদি সব আলো নিভে যায়
একদিন
৫২ তবুও অপেক্ষা
৫৩ বনসাই
৫৪ আগুনের শিখা
৫৫ আমার বড় জানতে ইচ্ছে হয়
৫৬ পারাবত
৫৭ ভালোবাসার দিব্যি
৫৮ নীল নীহারিকা
৫৯ নৈঃশব্দ্য বসন্ত
৬০ বারুদে গোলাপ চাষ
৬১ এক চাষার গল্প
৬২ চাষার জন্মদিন
৬৩ চুমি তব পদধূলি
৬৪ সাগরের জল কেন নীল?

নীল লেফাফার চিঠি-১

হে আমার অলসবেলার নীল প্রিয়তমা
লকডাউন কবে উঠবে জানি না
পৃথিবীর শিরদাঁড়া যখন ব্যথায় টনটন
তখন লিখতে বসেছি এ চিঠি
সেদিন গোলাপি চাঁদ উঠেছিল আকাশে
ভেন্টিলেশনে চলছে পৃথিবীর শ্বাস-প্রশ্বাস
অথচ নিষ্ঠুর নির্দয় শশী আকাশে শামিয়ানা পেতে
চিনামাটির পুতুলের মতো হাসছে
দেখে খুব কষ্ট পেলাম

'এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো'
গাইতেই সে নেমে এলো আমার বাড়ির ছাদে
চাঁদের ওষ্ঠ ও অধরে হাত বুলালাম
জ্যোৎস্নার রশ্মি বেয়ে তুমি নেমে এলে
চির লাস্যময়ী অথচ আজ বিষণ্ন তোমার বদন
আমি অপ্সরা দেখিনি কোনোদিন
ওরাও কি এরকম বিষণ্ন হয়?

নীল লেফাফার চিঠি-২

হে আমার অলসবেলার নীল প্রিয়তমা
বিরাশি দিন হলো ডাকপিয়ন কপাটে খিল দিয়েছে
সঙ্গনিরোধকাল এখনও শেষ হয়নি
তাই একটাও চিঠি পৌঁছায়নি তোমার হাতে

অবরুদ্ধ বাতায়ন পাশের আম্রকুঞ্জ প্রশাখা
আজ আমার 'নিশীথ জাগার সাথী'
খাতার হিসেবে বসন্ত চলে গেছে
তারপরও মিনিট তিনেক পরপর
একটি কোকিল গেয়ে ওঠে গান
সে সুরে ভাসতে ভাসতে আমিও হারিয়ে যাই
তোমার হাত ধরে হারানো বসন্তদিনে
কোকিলের গান থামে না
এ যে 'মরার কোকিল'

প্রথমদিকে আকাশটা ছিল গাঢ় নীল
কয়েক দিন হলো রং পালটে গেছে
নিরেট ধূসর
এরকম আকাশ আমি দেখিনি কোনোদিন
এক টুকরো বেগুনি মেঘ সূর্যের সিঁড়ি ধরে
প্রতিদিন নেমে আসে আমার জানালার কার্নিশে
কোকিলের সাথে কথা কয়
'কী কথা তাহার সাথে?' আমি বুঝিনি সে ভাষা

কাঠবিড়ালির চকচকে চোখে
দুলছে ধূসর ঘুমের পেণ্ডুলাম
চাঁদ হাঁটছে তুমি হাঁটছ
আমার হাত ধরে ছায়া হাঁটছে
কচিপাতার আড়াল থেকে হুতুমপ্যাঁচা ডাকছে
আর ভেসে আসছে মানবের মর্মযাতনার ইতিকথা

নীল লেফাফার চিঠি-৩

হে আমার অলসবেলার নীল প্রিয়তমা
শুনে কষ্ট পাবে জানি তাও বলি
করোনা থাবা বসিয়েছিল ফুসফুসে
তাকে পিঞ্জর থেকে খসাতে পারেনি
শত চেষ্টায়ও খুলতে পারেনি সুতোর বাঁধন
নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে বটে
আঠারো বছর আগে যে নামটি ভালোবাসার বাটালি দিয়ে
নিজ হাতে ওখানে খোদাই করেছিলে
হয়তো ওই নামটিই বাঁচিয়ে দিল এ যাত্রা

বহু কসরতেও মানুষ হতে পারিনি
ভাবছি এবার বেঁচে গেলে বদলে যাব
খোলনলচে রং ঢং সব পালটে দেব
মুখোশ খুলে মানুষ হয়ে দাঁড়াব তোমার দুয়ারে
কঠিন অথবা কঠিনতম যেকোনো শর্তে
তোমার কাছে ভিক্ষা চাইবো ভালোবাসা অথবা বজ্রপাত
অর্থ কড়ি সোনা দানা সিল্ক চন্দন হিরে জহরত
অঢেল আছে অগণ্য আছে
শুধু হারিয়ে ফেলেছি তোমাকে
আরও হারিয়েছি
পূতপ্রেম মনুষ্যত্ব ও ভালোবাসা

নীল লেফাফার চিঠি-৪

হে আমার অলসবেলার নীল প্রিয়তমা
তুমি কি বলতে পারো
দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ করে এত্তো বড় বুকের পাটা কার?
চুন থেকে পান খসলে যেখানে লক্ষ মানবের মুণ্ডপাত হয়
আকাশ থেকে নামে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা
হাতুড়ি শাবল গাইতি চালিয়ে
ইতিহাসের পাঁজর খুলে চিবিয়ে খায় ধর্মের হৃৎপিণ্ড
রক্তস্রোতে কল্লা ফেলে হল্লা করে স্বর্গরাজ্যের ইজারাদার
তারা সব চুপসে গেল কার ভয়ে?
তুমি কি বলতে পারো?

পৃথিবীর মানবকুল আজ ঘরে বন্দি
উজির ওমরাহ নবাব বাহাদুর সিপাহশালার
অমিত প্রতাপ রাজা মহারাজা অসীম ক্ষমতাধর
সার্কাসের শাখামৃগের মতো আজ গৃহে অন্তরীণ
তারা সব চুপসে গেল কার ভয়ে?
তুমি কি বলতে পারো?

যখন এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবে
মানুষ হয়তো তখন বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে
ব্যাঘ্রবক্ষচ্যুত হরিণ শাবকের মতো ছুটছে
দিগ্বিদিকে ছুটছে আর ছুটছে
মুক্ত আকাশে গাঙচিলের মতো ছুটছে
সীমান্তহীন মাটিতে হরিণ শাবকের মতো ছুটছে
দুর্বার পাহাড়ি ঝরনার মতো ছুটছে

তুমি জেনে আনন্দিত হবে
করোনা নিয়েছে অনেক তবে দিয়েছে কম নয়
পৃথিবীর সব পারমাণবিক বোমা হয়েছে নিষ্ক্রিয়
বোমাশিল্পীরা কাস্তে হাতে দাঁড়িয়েছে বিস্তির্ণ ফসলের মাঠে
নির্বাক তাকিয়ে ভাবছে পৃথিবীর বুভুক্ষ মানুষের কথা
পাকা ধানের গন্ধ বাতাসে ঢেউ খেলছে
যে নিরন্ন মানবকুল রক্ত দিয়ে মিটিয়েছে
ক্যানিবলের আণবিক ক্ষুধা
তাদের সমাধি আজ ফুলে ফুলে শোভিত

নীল লেফাফার চিঠি-৫

হে আমার অলসবেলার নীল প্রিয়তমা
তুমি জেনে খুশি হবে
অস্থির উপত্যকার বরফ গলা জলে এখন
ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা বক মেঘের গর্জনে নৃত্য করে
কোথাও কামানের চিৎকার নেই
ইয়েমেনে যুদ্ধ নেই—শিশুরা হাসছে খেলছে
গাজা ও গোলানে পতপত উড়ছে শান্তির পায়রা
লোহিত সাগরের নীলে বসেছে মাছেদের মেলা
ফিলিস্তিনি বালিকা মুক্তভূমিতে আনন্দে নাচছে

আরাকানে বারুদের গন্ধ ছাপিয়ে ভাসছে ফুলের গন্ধ
শেষ রোহিঙ্গা শিশুটি পিতার হাত ধরে
সহাস্যে উপনীত হয়েছে পোড়ামাটির ভিটেয়
স্বাগত জানাতে গোলাপগুচ্ছ হাতে দাঁড়িয়ে আছে
নতমস্তক সেনাবেষ্টিত বিদগ্ধ নারী
আকাশ ভেঙে নামছে প্রবল বৃষ্টি
মৃত্তিকার জমাটরক্ত মুছে নদীরা ছুটছে সাগরে
পলিবিধৌত রুধির শরাবে প্রাণোচ্ছল
বঙ্গোপসাগরের রাজ অতিথি আর নাফের ডলফিন

ধর্মের নামে যারা মানুষকে
ঈশ্বরের মাটি থেকে উৎপাটন করেছে
প্রলেতারিয়েতের ঊষর জমিনে
তাঁরা আজ রজনীগন্ধা চাষি
বোমারু বিমান থেকে বোমা নয়
ঝরছে গুচ্ছ গুচ্ছ বেলি ফুল

কাঁটাতারে বসেছে প্রজাপতির মেলা
তেইশ নম্বর সীমানা খুঁটি আজ
পঞ্চরঙা আলোকস্ফুলিঙ্গে দীপিত

সেখানে মাথা তুলেছে স্মৃতির মিনার
ফেলানি খাতুনের বেদনার অমর বেদিমূল আজ
শতবর্ণ পুষ্পমাল্যে শোভিত
পাষাণবেদিতে খোদিত হয়েছে নতুন এপিটাফ :
'পূর্বপুরুষের ভুলের মাশুল দিতে
মেহেদির রঙে রঞ্জিত পঞ্চদশবর্ষী এক বঙ্গকিশোরী
এইখানে শতবছরের অস্ফুট যাতনার
পাষাণ বেদিমূলে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল
তাহার নাম ফেলানী খাতুন
কিয়ৎকাল পানি পানি বলিয়া চিৎকার করিয়া
অতঃপর নিস্তেজ হইয়া
তিনশত মিনিট কাঁটাতারে ঝুলিয়াছিল
দুই হাজার এগারো সালের সাত জানুয়ারি
সুবর্ণপ্রভাত
অনন্তপুর-দিনহাটা সীমান্ত, খিতাবেরকুঠি রামখানা নাগেশ্বরী'